নারী উন্নয়নের জারি এবং বেগম রোকেয়ার পুঁথি

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
আফরোজা পারভীন

নারী উন্নয়নের জারি
এবং
বেগম রোকেয়ার পুঁথি

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
আফরোজা পারভীন

FCHD
ফোক কালচার ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট
১১/১ খ, পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশে নারীর অবস্থান

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

চারদিকে বন্দনা করি মধ্যে করি স্থিতি
হিন্দু মুসলিম ভাই বোনেরা নিবেন মোদের প্রীতি।।
পশ্চিমে বন্দনা করি আছে কাবা ঘর
দক্ষিনে বন্দনা করি বঙ্গপো–সাগর।।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
পূবেতে বন্দনা করি বঙ্গের ক্ষেত সম্পদ।।
রঙ্গজারি ব্যাঙ্গ জারি আছে যত জারি
ভাই বোনেরা এবার বিষয় বাংলা দেশের নারী।।
সপ্ত আকাশের পরে প্রভূ নিরঞ্জন
নারী পুরুষ এ বিশ্বেতে করেছে সৃজন।।
মায়ের গর্ভে একটি পুরুষ যেমন করে হয়
তেমনি একজন নারী ভাইরে দশমাস দশদিন লয়।।
কিন্তু ভাইরে দেখেন সবে নারীর অবস্থান
বিশ্ব জুড়ে পুরুষ শাসন নারী পায় না মান।।
নারী শিশু জনম নিলে খুশি হয় না মন
মুখ ঘুরায় ছি ছি করে আত্মীয় স্বজন।।
আরব দেশে নিয়ম ছিল জীবন্ত কবর
সে দুর্ভাগ্য নারী শিশুর, হয় না আর কারোর।।
জীবন্ত গোর হয় না বটে আজকে নারীদের
তারও চেয়ে বেশী কষ্ট নারীর জীবনের।।
চক্ষু মেইলা দেখেন ভাইরে বাংলাদেশের নারী
হাজার রকম দুঃখ কষ্ট মুক্তি নাই তারি।।

নারীকে যে সমাজের এক বড় বোঝা কয়
আসলে ভাই নারী জাতি কোন বোঝা নয়।।
মেয়ে হয়ে জন্ম যেন হয়েছে বড় পাপ
এই মিথ্যা যারা বলে নাইকো তাদের মাপ।।
যে কন্যা শিশু ভাইরে জন্মিলো কেবল
তার জন্য পরিবারে নাইতো কারও কোল।।
হেলা অবহেলায় কন্যা বাড়ে দিনে দিনে
অসুখ বিসুখ কাটে তাহার সুচিকিৎসা বিনে।।
খাওয়ার সময় মাছ মাংস ছেলের পাতে যায়
অবহেলায় শিশু কন্যা কেন্দে দিন কাটায়।।
বাবায় বলে ছেলের আমার বুদ্ধি হওয়া চাই
সেই জন্য ডিম দুধ তাহারে খাওয়াই।।
মেয়ে যাবে পরের ঘরে আমার তাকে কি?
ছেলের কামাই খাবো মোরা দাও ছেলের পাতে ঘি।।
স্কুলেতে যাবে ছেলে হবে অফিসার
মেয়ের কাজ গোহাল ঘরে পড়ার কি দরকার।।
মেয়ের জন্য পর্দা প্রথা ছেলের জন্য নাই
স্কুলে গেলে মেয়ে মানুষ সমাজে নাই ঠাঁই।।
মেয়ের বয়স ১০ হলে সবার মাথা ব্যথা
ঘাড়ের বোঝা কোথায় ফেলবে ভাবে সেই কথা।।
কেনার আগে গরু ছাগল যেমন দেখা হয়
বিয়ের আগে মেয়েরা সব এমন দুঃখ সয়।।
যৌতুক ছাড়া বিয়ে হয় না, বাপের ভিটা যায়
এই কারনে মেয়ের জন্মে সে করে হায় হায়।।
খবরের কাগজে দেখি প্রতিদিন ভাই
যৌতুকের কারনে মৃত্যু অন্য কথা নাই।।
এসিড নিক্ষেপ কোরে সুন্দর জীবন নষ্ট করে
এর চেয়ে ভাল নয় কি কন্যার জীবন্ত কবরে।।
আরো দুঃখ রয়েছে যে দুঃখেরই উপর
বারো বছরের কন্যা করে বুড়ার ঘর।।

গরু খাশির মত নারী হয় যে পাচার
নারী জাতির এই অবস্থা পথ কি বাঁচার।।
নারী যেন ভোগের পন্য বাজারে বিকায়
রূপ যৌবন শেষ হলে ধুলাতে গড়ায়।।
পুরুষ সমাজ শোষন করে নারী তার শিকার
নারী জনম কষ্টে কাটে মেলে না বিচার।।
জন সংখ্যা বারো কোটি প্রায় বাংলাদেশে
প্রায় অর্ধেক নারী যে তার গননাতে আসে।।
সপ্ত আসমানের উপর প্রভূ নিরঞ্জন
মানুষ বলেই দিয়েছিলেন নারীর জনম।।
কিন্তু এই সমাজের আচার বিধি সকলই ফানুষ
নারীকে করেছে নারী করেনি মানুষ।।
এই সভাতে যারা আছেন শোষিত নারী
মন দিয়া শোনেন সবাই নারী শক্তির জারী।।
দুই চক্ষু মেলিয়া ভাইরে দুনিয়াটারে দেখেন
অনেক কিছুই শেখার আছে দেইখা শুইনা শেখেন।।
কেমনে হয় নারী মুক্তি ভালো করে শোনেন
৮ই মার্চের আদর্শকে মনে ধারন করেন।।

নারী উন্নয়নের পথ

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

চক্ষু মেইলা জগত দেখেন উপস্থিত সভাজন
কেমন করে জগৎ জুড়ে নারীর উন্নয়ন।।
লেখা পড়া শিখে নারী আজকে যাচ্ছে চাঁদে
বাংলাদেশে আমরা আছি অশিক্ষারই ফাঁদে।।
শিক্ষা দীক্ষা নাই বলেই পশুর মত চলি
ঘরের বোঝা দেশের বোঝা যৌতুকের নরবলি।।
লেখাপড়া শিখে নারী হয় জজ ব্যারিষ্টার
আমরা বন্দী চার দেয়ালে জীবন ছারে খার।।
রান্না ঘর আর গোয়াল ছাড়া যাওয়ার জায়গা নাই
সমাজ থাকে অনেক দূরে ভাই সমাজে নাই ঠাঁই।।
নগদ পয়সা রোজগার যত পুরুষেরা করে
মূল্য নাই নারীর কাজে যতই করুক ঘরে।।
সারা দিন ঘরে করে নারী হাজার রকম কাম
তাওতো নারী এই সমাজে পায় না কামের দাম।।
মনে রাখেন একটি কথা টাকায় করে কাম
সেই কামের জন্যে মানুষ করে মর্দের নাম।।
নারী যদি পরিশ্রমে করে উপার্জন
নারী সমাজে তবেই আসবে পরিবর্তন।।
এখানে আর একটি কথা বলে রাখা ভাল
নারী শ্রমিকের মজুরী দিতে অনেকের মুখ কালো।।
সরকারী যে আইন আছে মজুরী দেবার
নারীর বেলায় আইনটা যে মান্য হয় না আর।।
নারী কন্যার প্রতি ভাইরে হবেন না বিমুখ
চিরতরে তার জীবনের নষ্ট করবেন না সুখ।।
স্কুলেতে পাঠান তারে শেখান পড়ালেখা
নারী নয় মানুষ হিসাবে দুনিয়াটাকে দেখা।।
কাজে কর্মে মেয়ে জাতি দক্ষ হলে পরে
কোথায় যাবে বস্তা পচা সমাজ নীতি পড়ে।।
সেই সুদিনটা রয়েছে যে আমাদেরই হাতে
তারই আশায় নারী জাতি কাজ কর এক সাথে।।

নারীর হাতে নারীর ভবিষ্যৎ

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

আমরা যারা এই সভাতে বসে আছে তাই
মোদের ঘরের মেয়ের জীবন সামনে আছে তাই।।
ভাবতে হবে আমাদেরই কেমনে ভালো হয়
কেমন করে সমাজটাকে করবে তারা জয়।।
নারী পুরুষ কথাটাকে ভুলতে চেষ্টা কর
ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তারে মানুষ বলে ধরো।।
অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা শিক্ষা যথাযথ দাও
নারী পুরুষ নয় তারে মানুষ হতে শেখাও।।
চার দেয়ালের গন্ডী থেকে বেড়িয়ে এসো ত্বরা
তোমার আসন তৈরী কর বিশ্ব ভূবন জোড়া।।
ঘরের কাজের পাশাপাশি উপার্জনটা ধরো
সংসারেতে নিজের মূল্য নিজে তৈরী করো।।
ঘোমটা ছেড়ে বাইরে আসো নিজের কথা বলো
মানুষ হয়ে বাঁচার তরে মিছিল ধরে চল।।
পদে পদে প্রমান কর নারী নয়তো নীচে
নারীও মানুষ খোদার সৃজন নয়তো কার পিছে।।
আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আজকের এই সভায়
শেষ করিবার আগে আবার ছালাম দিয়া যাই।।

বেগম রোকেয়ার পুথি

আফরোজা পারভীন

ছালাম নিবেন দর্শক শ্রোতা শোনেন দিয়া মন
মানুষ নিয়া এই জগতে হাজারো কথন।।
পশু পাখি বিশ্ব-মানুষ সবার মৃত্যু আছে
এই কথা ভুলিয়া মানুষ যাচ্ছেতাই করতাছে।।
খোদার মনে কি ছিল ভাই তাতো নাহি জানি
ভুবন আবাদে তিনি রচিলেন প্রানী।।
এক ভাগে পুরুষ তার আর এক ভাগে নারী
এই দুই এর সৃজনে হবে ভূবন মনোহারী।।
ঈশ্বরের বানী আছে আকাশের ওপারে
বিবেকে কাঁদিয়া মরে আলো অন্ধকারে।।
মানুষে মানুষে বিভেদ হইল জগতে
পশু, পাখি, বৃক্ষরাজী রইল খোদার মতে।।
পুরুষ বলে আমি পুরুষ জগতের সেরা
নারী সেতো সেবাদাসী আশ্রয়েতে মেরা।।
জন্ম কথন ভুলে পুরুষ করে জগত শাসন
কন্যা-জায়া-জননীর প্রতি চলতেছে আগ্রাশন।।
নারী নির্যাতনের কথা সবাই জানি ভাই
নতুন করে এই সভাতে বলার কিছু নাই।।
হাজার নারীর অন্তরেতে যার কথা স্মরন
সেই বেগম রোকেয়ার কথা করিব বর্ণন।।
উন্নিশশো আঠারো সালের নয়ই ডিসেম্বর
জন্মেছিলেন বেগম রোকেয়া শোনেন সেই খবর।।

পায়রা বন্দ গ্রামে ভাইরে জন্ম ছিল তাঁর
থানার নাম মিঠাপুকুর রংপুর জেলার।।
পিতা জমিদার ছিলেন, নাম তার পিতার
জাহিরুদ্দিন মোহম্মদ আবু আলী হায়দার।।
সাবের পরিবারে তাহার জন্ম হইয়াছে
বংশধর তাই নামের শেষে সাবের লাগাইয়াছে।।
পিতার ঘরেও শান্তি নাই মায়ের সংখ্যা চার
বেহিসাবীর কারনে জমিদারী সার খার।।
মায়ের নাম রাহাতুন্নেসা চৌধুরানী
বনিয়াদী জমিদারের কন্যা ছিলেন তিনি।।
বড় বোন করিমন্নেসা বাংলা ভালবাসেন
তাঁর উৎসাহে রোকেয়া বাংলা শিখিয়াছেন।।
করিমন্নেসা শৈশবেতে বাংলা শেখেন বলে
মুরুব্বী –মোল্লা নিন্দা করে তার পড়ায় প্রতিবাদ তোলে।।
করিমন্নেসার বিয়া হইছে চৌদ্দ বৎসরেতে
দেলুয়ারের বয়স্ক এক জমিদারের সাথে।।
করিমুন্নেসা নিজেও কিন্তু কাব্য চর্চা করতেন
ছদ্ম নামে প্রত্রিকাতে লেখা পাঠাইতেন।।
আবুল আসাদ এব্রাহীম সাবের রোকেয়ার বড় ভাই
তার সাহায্যের কথা রোকেয়া কভু ভোলেন নাই।।
ইস্কুলেতে পড়ার সুযোগ রোকেয়া না পায়
ইব্রাহীম সাবের তারে পড়িতে শেখায়।।
খলিলুর রহমান আবু জায়গাম সাবের কোলকাতায়
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়তেন রোকেয়ার ছোট ভাই।।
হোমাইরা নামে ছিল রোকেয়ার ছোট বোন
অবোরোধ বাসিনী ছিল নারীরা তখন।।
পারিবারিক ভাষা ভাইরে উর্দ্দু রোকেয়ার
এর পরেও দেখেন কত বাংলা প্রীতি তাঁর।।
শৈশবেতে ধর্ম শিক্ষা গ্রহন করিয়াছেন
অবরোধ বাসিনীর মত জীবন কাটাইয়াছেন।।

গোপনে গোপনে পড়ছেন মাথা ছিল খাসা
শিখছেন আরবী, উর্দ্দু, ফারসী, ইংলিশ, বাংলা ভাষা।।
মোমের আলো জ্বেলে রোকেয়া রাতের অন্ধকারে
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হইয়াছেন সংসারে।।
আঠার বৎসর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল
স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের তখন ৪০ বয়স ছিল।।
বিলাত ফেরত, উচ্চ শিক্ষিত, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বামী
ভগলপুর বিহারে বাস তার, মানুষ ছিলেন নামী।।
কন্যা রেখে প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে তার
এর পরেতে বিয়ে হয় সাথেতে রোকেয়ার।।
স্বামীর নিকট থেকেও রোকেয়া করেন শিক্ষার্জন
তার সাথেই বিভিন্ন স্থানে কইরাছেন ভ্রমন।।
বিয়ের পর পর দুই কন্যা সন্তানের জন্ম দেন
শিশু কালেই তাদের আয়ু আল্লায় কেড়ে নেন।।
বিয়ের কিছু দিন পরেই স্বামী অসুস্থ হইয়াছেন
নিজের হাতেই স্বামী সেবার কাজ করিয়া গেছেন।।
উনত্রিশ বছর বয়সেতে বিধবা হন তিনি
অল্প বয়সে স্বামী হারান হায়রে অভাগিনী।।
ভগলপুরেই রোকেয়া তখন স্বামীর মৃত্যুর পর
উনিশ্শত নয় সালের পয়লা অক্টোবর।।
পাঁচ জন মাত্র মেয়ে নিয়ে স্কুল খোলার তরে
নিজের সাধ্য মত বেগম রোকেয়া চেষ্টা করে।।
নানান সমস্যার কারনে সফল হয় না তা
এই কারনে তখন ফিরে আসেন কোলকাতা।।
সেই খানেতে ১৬ই মার্চ উনিশশো এগার সাল
স্থাপন করেন মেয়েদের স্কুল সাখাওয়াত মেমোরিয়াল।।
শত শত নারী সেথা শিক্ষা পাইয়াছে
নারীর অবস্থানের কিছু বদল হইয়াছে।।
কিন্তু দেখেন আজও ভাইরে সারা বিশ্বময়
ক্রীত-দাসীর মত নারী কেমন বিক্রি হয়।।

বাপের বাড়ী কভু নারীর নিজের বাড়ী নয়
স্বামীর বাড়ী তাও নারীর পরের বাড়ী হয়।।
পুত্র যদি বাড়ী করে পুত্রের আশ্রয়ে
থাকতে হয় নারীকে ভাইরে ঘাড়ের বোঝা হয়ে।।
নিজের বলে নারী জাতির থাকতে কিছু মানা
নারীর সুসিদ্ধান্তের কথা পুরুষ মানে না।।
নারী হইল দাসী এবং পুরুষ বাড়ীর মাথা
জন্ম নেবার পরেই নারী শুনতেছে এই কথা।।
শুনিতে শুনিতে সকল নারী জাতি ময়
মনে প্রানে দাসীতে পরিণত হয়।।
পদে পদে নারী জাতির দোষের সীমা নাই
কোন পাপে এই নারীর জনম নারী ভাবে তাই।।
চিন্তা শক্তির বিকাশে মেয়েদের সুযোগ নাই
সকল কথাই বইলা গেছেন বেগম রোকেয়ায়।।
আজ কাল কিছু নারী শিক্ষার সুযোগ দেয়া হয়
মাতা হবে গুনবান পুতের নারীর বিকাশ নয়।।
রোকেয়া বলছেন কোন মেয়ে যদি মাথা উচু করে
ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ আঘাত করছে তারে।।
শাস্ত্র কথা দিয়া পুরুষ নারীকে রাখছে নীচে
এই কারনে নারী জাতি পুরুষের পিছে।।
কইছেন তিন নারীকে পুরুষ রাখতে অন্ধকারে
নিজের দোষ চাপাই দিছে সৃষ্টি কর্তার ঘাড়ে।।
ধর্ম গ্রন্থের কথা আসলে রোকেয়া বলেন ভাই
পুরুষ রচিত বিধি-ছাড়া এতে কিছু নাই।।
পুরুষ মুনির বিধানে যে কথা শুইনা ছেন
মুনি যদি নারী হোত উল্টা শুনিতেন।।
ধর্ম নারীর দাসত্বের বন্দন দৃঢ় করে
ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ নারী শোষন করে।।
নারী রবে রান্নার কাজে খাবার যোগান দেবে
পুরুষ জাতি স্বাধীন ভাবে দুনিয়া চরাবে।।

নারী করবে ঘরের সকল রক্ষণাবেক্ষণ
দিনে রাত্রে খেটেও পায়না পুরুষের মন।।
তাঁর মতে নারী জাতি উড়তে শেখার আগে
পিঞ্জিরাতে বন্দী করে পুরুষ আগে ভাগে।।
একশো বৎসর আগে তিনি বলছেন এইসব কথা
এই কারনে তিনি বাংলার নারী জাতির মাথা।।
এক জীবনে বেগম রোকেয়া অনেক কইরাছেন
নারী মুক্তির লাগি পথের সন্ধান দিয়াছেন।।
তিনি ছিলেন মস্ত একজন নারী বাদী ভাই
আমগো মত নারীর সাথে তাঁর তুলনা নাই।।
মুসলিম বঙ্গে নারী তখন সমাজ পরিবারে
নানান গঞ্জনার স্বীকার অবরোধ কারাগারে।।
জমিদার কন্যা হয়েও রোকেয়ার পড়ার সুযোগ নাই
নারীর তখন কি দুর্গতি চিন্তা করেন তাই।।
নারী জাতির এই অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া
বেগম রোকেয়া হাতে কলম নিলেন তুলিয়া।।
নারীর দুঃখ, নারীর কষ্ট তার লেখায় ফুটে
সুনামের পরিবর্তে তার হাজার নিন্দা জুটে।।
নারি মুক্তির কথা তিন বলছেন অনেক আগে
এই কারনে অনেক পুরুষ তার উপর রাগে।।
নারী মুক্তির প্রথম শর্ত নারী শিক্ষা ভাই
জ্ঞানের আলো ছাড়া মুক্তির অন্য পথ নাই।।
এই কারনে নারী শিক্ষা ও নারী জাগরন
তাঁর জীবনে ছিল সংগ্রাম সাধনা দর্শন।।
সাখাওয়াত স্কুলের তিনি প্রধান শিক্ষয়িত্রী
ঘরে ঘরে গিয়ে যিনি সংগ্রহ করতেন ছাত্রী।।
সেই সময়ের "নবপ্রভা" "মহিলা" পত্রিকায়
মহিয়সী এই নারীর লেখা প্রকাশিত হয়।।
কাজী নজরুল ইসলামের 'ধুমকেতু' পত্রিকায়
প্রথম প্রবন্ধ পিপাসা পুনঃমুদ্রিত হয়।।

"মতিচুর" প্রবন্ধ সংকলন ২ খন্ডেতে আছে
"সুলতানার স্বপ্ন" ইংলিশ বাংলায় প্রকাশ হইয়াছে।।
'পদ্মরাগ' উপন্যাস লিখেন ১৯১০-এর আগে
তাঁর লেখা পড়িয়া মুসলিম নারীর মানস জাগে।।
"বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল" বিমান ভ্রমনে
অভিজ্ঞতা হইয়াছে যা লিখেছেন বর্ণনে।।
"নিরীহ বাঙ্গালী" লিখছেন, "চাষার দুঃখু" লেখায়
বঙ্গীয় কৃষককুলের সমস্যাবলী দেখায়।।
"বেগম তররজীর সহিত সাক্ষাত" লেখায় বর্ণিয়াছেন
'হজ্বের ময়দান" আরও সাতটি কবিতা লিখেছেন।।
"রসনা পুজা", "এন্তি শিল্পি" পুস্তকগুলি তার
মৃত্যুর আগদিন লেইখ্যা গেছেন "নারী অধিকার"।।
এই ছিল প্রধান প্রধান লেখাগুলি তার
জন্ম মৃত্যু একই দিনে নয়ই ডিসেম্বর।।
এক জীবনে বেগম রোকেয়া যা গেছেন বলি
আমরা নারী তাঁর আদর্শ মেনে যদি চলি।।
সকল নারী যদি তাঁর মতে মন মিলাই
তাঁর মত সবাই যদি নারী মুক্তি চাই।।
এমন একদিন আসবে যেদিন রোকেয়ার স্বপন
নারী মুক্তি এ জগতে হবে বাস্তবায়ন।।

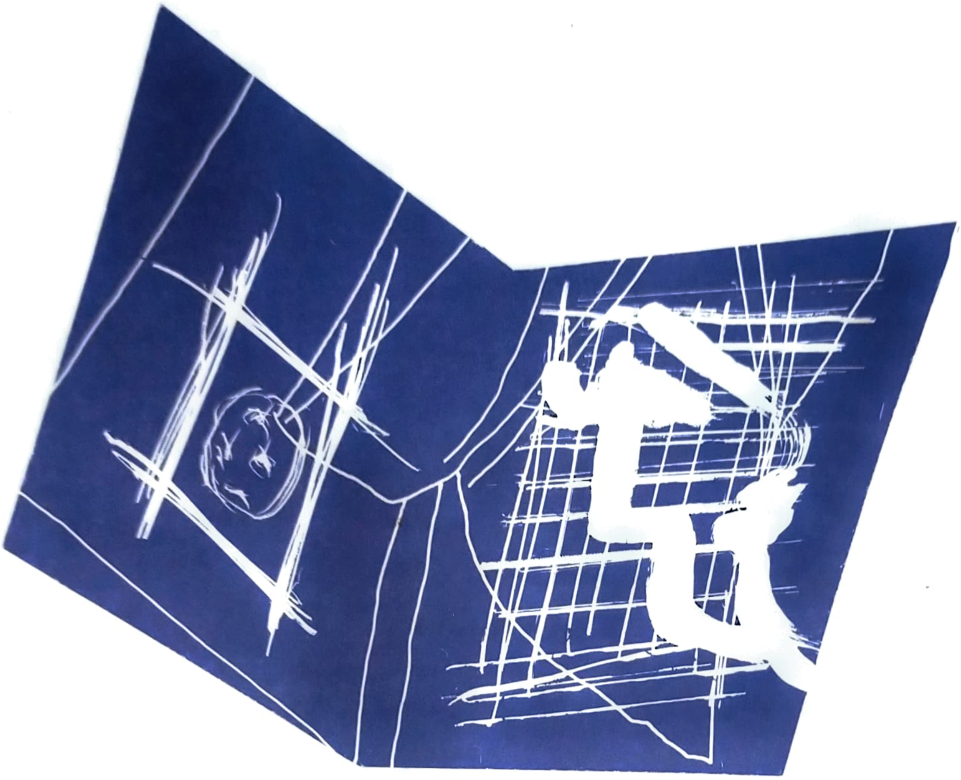

প্রকাশনায়ঃ

FCHD
ফোক কালচার ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট

১১/১ খ, পুরানা পল্টন লাইন

ঢাকা–১০০০

প্রকাশকাল ঃ ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস '১৯৯৪

মূল্য ১০ টাকা